বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ২০১৪ : আইন ও সালিশ কেন্দ্র-এর পর্যালোচনা

সম্মানিত সুধী ও সাংবাদিক বন্ধুগণ,

ইংরেজি নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা জানবেন। প্রতি বছরের মতো ২০১৪ সালের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর পর্যালোচনা আপনাদের মাধ্যমে নাগরিক সমাজের কাছে তুলে ধরছি। দেশের বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত মানবাধিকার সম্পর্কিত সংবাদ এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর পর্যবেক্ষণসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

২০১৪ সালের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, মানবাধিকারের একটি সূচক– অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রয়েছে, যা প্রশংসনীয়। এছাড়াও এ বছরে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ দেখা গেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে– বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪, ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন ২০১৪, সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৪, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন ২০১৪ প্রণয়ন প্রভৃতি। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি নিবেদিত ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে বিগত দু'বছরেরর ধারাবাহিকতায় এ বছরেও '৭১ এর যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। ২০১৪ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে তেমন অগ্রগতি পরিলক্ষিত না হলেও মানবতাবিরোধী আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল মোট ৬টি রায় প্রদান করেন।

এতদসত্ত্বেও ২০১৪ সালের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল উদ্বেগজনক। বিগত বছরগুলির মতো ২০১৪ সালেও অপহরণ, গুম, গুপ্তহত্যা, ক্রসফায়ার ও বন্দুকযুদ্ধের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত ছিল। এ বছরে সর্বাধিক আলোচিত *'নারায়ণগঞ্জে সাতজনকে র‍্যাব এর কতিপয় সদস্যের যোগসাজসে অপহরণ ও খুন'*-এর ঘটনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠন গুম-খুনের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের ঘটনার সাথে সংশ্লিস্টতার প্রেক্ষিতে 'র‍্যাব' এর কার্যক্রম প্রশ্নের মুখে পড়েছে। তবে ইতিবাচক দিক হচ্ছে, এ ঘটনায় অভিযুক্তদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গুম-গুপ্তহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার প্রেক্ষিতে গত ১৫ মে আইন ও সালিশ কেন্দ্র'র তদন্ত ও তথ্য সংরক্ষণ ইউনিটের পরিচালক মোঃ নূর খানকে ঢাকার লালমাটিয়াস্থ সংগঠনের কার্যালয়ের সামনে থেকে অপহরণের চেষ্টা করা হয়। উল্লেখ্য এ বছরের বিভিন্ন সময়ে মোঃ নূর খানের মোবাইল ফোন সহ বাসার ল্যান্ড ফোনে ফোন করে গণমাধ্যমে র‍্যাবের বিরুদ্ধে কথা না বলার জন্য হুমকি দেয়া হয়।

২০১৪ সালে বিনা বিচারে আটক, পুলিশের নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা কমেনি। বিরোধীদলের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি মোকাবেলায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার, আটকসহ অতিমাত্রায় বল প্রয়োগের ঘটনার খবর বিভিন্ন গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে। বিগত বছরগুলোর ন্যায় ২০১৪ সালেও ঘটেছে নারী নির্যাতনের অনেক ঘটনা। বছরের বিভিন্ন সময়ে সীমান্তে ভারতীয় সিমান্তরক্ষী বিএসএফ'র গুলিবর্ষণে হতাহতের ঘটনা ছিল উদ্বেগজনক। ৫ জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচনের আগে ও পরে দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন; বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের উপাসনালয়, বাড়িঘর ও দোকানপাটে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ, লুটপাট এবং প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে বছরের বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমের কর্মীরা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ২০১৩ সালের তুলনায় রাজনৈতিক সহিংসতা এ বছরে কম হলেও ৫ জানুয়ারি ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান বিরোধীদলের অনুপস্থিতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলোচিত হয়েছে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপমূলক জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা প্রণয়ন এবং নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এর অপব্যবহার মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে দেখা গেছে। এ বছরে বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদকে প্রদান করে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী আনায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ড

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অন্যতম প্রধান বিষয় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। এ বছরে যশোর, সাতক্ষীরা, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযুক্তদের পায়ে গুলি করার একটি নতুন প্রবণতা আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে, যা অত্যন্ত উদ্বেজনক। ভিকটিম এবং তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য কর্তৃক গুলি করার অভিযোগ পাওয়া গেলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি অস্বীকার করেছে। তবে কয়েকটি ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে।

২০১৪ সালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ক্রসফায়ার, বন্দুকযুদ্ধ, গুলিবিনিময় ও এনকাউন্টারের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং থানা-পুলিশসহ বিভিন্ন হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনা গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছরে বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে ক্রসফায়ার, বন্দুকযুদ্ধ ও গুলিবিনিময়ে নিহত হন ১২৮ জন। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে এ সংখ্যা ছিল ৭২।

২৬ জানুয়ারি যৌথ বাহিনীর অভিযানে আটক সাতক্ষীরার যুবদল নেতা আজহারুল ২৭ জানুয়ারি ভোরে তালা থানাধীন মাগুড়া খেয়াঘাটের নিকটে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন। এ ঘটনায় আসক'র তথ্যানুসন্ধানকালে নিহতের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন, আজহারুলকে আটকের পর ২৪ ঘন্টার অধিক সময় তালা থানায় আটক রাখা হয় এবং তাঁকে আদালতে উপস্থাপন না করে 'বন্দুকযুদ্ধের' নামে হত্যা করা হয়েছে। ৩ মার্চ ঢাকার কদমতলী থানার নতুন জুরাইন এলাকায় নিজ বাড়িতে র‍্যাবের কথিত ক্রসফায়ারে নিহত হন ঠিকাদার মোহাম্মদ ওয়াসিম ও তাঁর সহকারী সংগ্রাম চৌধুরী। এ বিষয়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, বাড়ি থেকে ধরে পরিবারের সদস্যদের সামনেই র‍্যাব সদস্যরা ওয়াসিম ও সংগ্রামকে গুলি করে হত্যা করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি বিকালে ঢাকার

যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে মোঃ সালাউদ্দিন ও আরিফুল হক জুয়েল নামে দুই যুবককে আটক করে যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশ। এক ঘন্টার মধ্যে আটককৃত দুই যুবক যাত্রাবাড়ী থানাধীন সূত্রাখালী খালপাড় এলাকায় পুলিশ হেফাজতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। নিহত দুই যুবকের আত্মীয়-স্বজন তাদের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশকে দায়ী করেছেন। আসক'র তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, ১৩ নভেম্বর রাতে যশোর শহরস্থ নিজ নিজ বাড়ি থেকে চার যুবককে আটক করার ঘন্টা খানেকের মধ্যে মিজানুর রহমান ও হাফিজুর রহমান নামের দুই যুবককে বন্দুকযুদ্ধের নামে পায়ে গুলি করে যশোর কোতয়ালী থানার পুলিশ। আহত যুবকদ্বয়কে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তাদের পা কেটে ফেলতে হয় এবং পরবর্তী সময়ে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান হাফিজুর রহমান।

গুম-গুপ্তহত্যা

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর এখনও পর্যন্ত অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গুম হওয়ার পর লাশ উদ্ধারের খবর পাওয়া গেছে। দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোয় গুম বা গুপ্তহত্যা বিষয়ে প্রকাশিত খবরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৪ সালে এ ধরনের ঘটনার শিকার হয়েছেন মোট ৮৮ জন; এর মধ্যে মাত্র ১২ জন মুক্তি পেয়েছেন, ২৩ জনের লাশ উদ্ধার হয়েছে, কারাগারে পাঠানো হয়েছে ২ জনকে এবং বাকিদের এখনও পর্যন্ত কোন খোঁজ মেলেনি।

২৭ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলাম এবং এডভোকেট চন্দন কুমার সরকারসহ ৭ ব্যক্তিকে র‍্যাব সদস্যরা অপহরণ করার পর তাদেরকে হত্যা করে। এ ঘটনায় নারায়ণগঞ্জ র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে. কর্নেল তারেক সাঈদ, মেজর আরিফ হোসেন ও লে. কমান্ডার এমএম রানা জড়িত বলে অভিযোগ করে নিহত নজরুলের শ্বশুর শহীদুল ইসলাম মামলা দায়ের করেন। এরপর উচ্চ আদালতের নির্দেশে ১৭ মে র‍্যাব-১১ এর সাবেক অধিনায়ক লে. কর্ণেল তারেক সাঈদ, মেজর আরিফ হোসেন এবং ১৮ মে লে. কমান্ডার এসএম রানাকে পুলিশ গ্রেফতার করে নারায়ণগঞ্জ আদালতে প্রেরণ করে। এ ঘটনার বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে ২০১৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর নীলফামারী জেলা সদরের রামগঞ্জ বাজারে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরের গাড়িবহরে হামলা ও ৪ জন নিহতের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার ৩ জন আসামীর লাশ এ বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার হয়েছে। আসক'র তথ্যানুসন্ধানকালে নিহতদের স্বজনেরা দাবি করেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে তাদেরকে আটক করা হয়েছিল।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু

গত বছর জাতীয় সংসদে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩' পাশ করা হলেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেই চলছে। এছাড়া নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সনদে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করলেও তা মানা হয়নি। বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক বিনা বিচারে আটক, নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। আটক ও গ্রেফতারের পর বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বহিনীর হেফাজতে শারীরিক নির্যাতনে মারা যান ১৩ জন, গ্রেফতারের আগে নিহত হন ২জন এবং আত্মহত্যা করেন ১ জন। অন্যদিকে ২০১৪ সালে কারা হেফাজতে মারা যান মোট ৬০ জন।

২৯ এপ্রিল দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বগডহর গ্রামের শাহানূর আলম নামে এক যুবককে বাড়ি থেকে র‍্যাব-১৪ এর সদস্যরা আটক করে ভৈরব ক্যাম্পে নিয়ে তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। নিহতের ভাই মেহেদী হাসান আসক প্রতিনিধিদের কাছে অভিযোগ করেন, র‍্যাব সদস্যরা শাহানূরকে বেধড়ক পেটানোর কারণে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ৬ মে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। ১ জুন পরিবারের পক্ষ থেকে এ ঘটনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া আদালতে অভিযুক্ত র‍্যাব সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর ৪ জুন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম নাজমুন নাহার নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে মামলাটি গ্রহণের নির্দেশ দেন। কিন্তু ৫ জুন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম নাজমুন নাহারকে আমলী আদালত থেকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। ৮ জুন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের হাকিম মোহাম্মদ কাওসার এ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী আদেশ সংশোধন করে তদন্ত সাপেক্ষে নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে মামলা নেয়ার নির্দেশ দেন।

২১ মে জাতীয় স্মৃতিসৌধের সামনে চা বিক্রেতা রিপন শিকদার পুলিশের নির্যাতনে মারা গেলেও তাঁর মৃত্যুকে দুর্ঘটনা হিসেবে চালিয়ে দেয় আশুলিয়া থানার পুলিশ। এই ঘটনায় আসকের পক্ষ থেকে উচ্চ আদালতে রিট করা হলে ঘটনার সাথে সংশ্লিস্ট এসআই মোঃ আনোয়ার হোসেন, কনস্টেবল রুহুল আমিন ও কনস্টেবল ইমদাদুল হকের বিরদ্ধে হত্যা মামলা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। অন্যদিকে সিলেট শহরের ভাঙ্গাটিকর এলাকা থেকে একটি শিশু অপহরণের মামলার সন্দেহভাজন আসামীর জবানবন্দীর সূত্র ধরে আটকের পর এক নারীকে অমানুষিক নির্যাতন করে সিলেট কোতয়ালী থানার পুলিশ। গত ৭ নভেম্বর আটক অনিতা ভট্টাচার্য্য নামের এই নারীকে দু'দফায় রিমান্ডে নিয়ে পুলিশ নির্যাতন করেছে বলে আসক প্রতিনিধিদের নিকট অভিযোগ করেছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

রাজনৈতিক সহিংসতা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি

৫ জানুয়ারি ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং পরবর্তী সময়ে উপজেলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে সহিংসতার ঘটনা ঘটে। চরম হিংসাত্মক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়াসে ৫ জানুয়ারির নির্বাচন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে যৌথবাহিনীর বিশেষ অভিযান চলাকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ছাড়াও অনেক সাধারণ মানুষ গণগ্রেফতারের শিকার হয়েছেন। ২০১৪ সালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংর্ঘষ, ক্ষমতাসীন দলের সাথে বিরোধীদল এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলসহ

মোট প্রায় ৬৬৪টি রাজনৈতিক সংঘাতের ঘটনা ঘটে। এসব রাজনৈতিক সংঘাতে মোট ১৪৭ জন নিহত এবং প্রায় ৮৩৭৩ জন আহত হন। জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে ১ জানুয়ারি থেকে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতার ঘটনায় নিহত হন ২৪ জন। জাতীয় নির্বাচনের পর ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত ছয়টি ধাপে অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচনে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংর্ঘষের ঘটনায় ১১ জন মারা যান এবং প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি আহত হন।

২৯ অক্টোবর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ এর রায়ে '৭১ এর মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামীর আমির মতিউর রহমান নিজামী এবং ৩ নভেম্বর জামায়াতে ইসলামীর কর্ম পরিষদের সদস্য মীর কাশেম আলীকে ট্রাইবুনাল-২ মৃত্যুদণ্ড দেয়ার প্রতিবাদে জামায়াতে ইসলামী ৩০ অক্টোবর এবং ২, ৩, ৫ ও ৬ নভেম্বর সারাদেশে হরতালের ডাক দেয়। হরতাল চলাকালে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে হরতাল সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এবং হরতাল সমর্থকরা যানবাহন ভাংচুর করে এবং রাস্তায় পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে। অন্যদিকে গাজীপুরে বেগম খালেদা জিয়াকে জনসভা করতে না দেওয়ার প্রতিবাদে ২৯ ডিসেম্বর বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০-দলীয় জোটের ডাকা হরতালের দিন নোয়াখালীতে পিকেটারদের ছোড়া ঢিলে নিহত হন স্কুল শিক্ষিকা শামসুন্নাহার। পাশাপাশি চলন্ত যানবাহনে অগ্নিসংযোগে যাত্রীদের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার অমানবিক ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে।

মত প্রকাশের অধিকার ও সভা-সমাবেশে বাধা

মত প্রকাশের স্বাধীনতা সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হলেও এ ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বাধা প্রদানের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ বছরে সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ সমাবেশে হামলার অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে। গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, ৬ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে বেলা আনুমানিক সোয়া ১১ টায় পুলিশের সামনেই ছাত্রলীগের একদল কর্মী অবস্থান কর্মসূচিতে হামলা চালায়। অবস্থান কর্মসূচি চলাকালীন সময়ে একজন পুলিশ অফিসার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের চলে যেতে বলেন এবং না সরলে ছাত্রলীগ দিয়ে মার খাওয়াবেন বলেও হুমকি দেন। বিএনপি ঘোষিত ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে দলটি ৮ নভেম্বর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ করার জন্য অনুমতি চাইলেও সমাবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি। ২৭ ডিসেম্বর বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সমাবেশের পূর্ব নির্ধারিত দিনে সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ তা প্রতিহত করার কর্মসূচি দিলে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে।

সংখ্যালঘু নির্যাতন

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু নির্যাতন, বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের উপাসনালয়, বাড়িঘর, দোকানপাটে আগুন দেয়া এবং প্রতিমা ভাঙচুরসহ লুটপাট, চাঁদাবাজি, শারীরিক নির্যাতনের অনেক ঘটনা ঘটে। যার অধিকাংশই ঘটেছে ২০-দলীয় জোট কর্তৃক নির্বাচন প্রতিহত করার নামে। এ বছরেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট দায়িত্বশীল পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, ২০১৪ সালে সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৭৬১টি বাড়িঘরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, ১৯৩টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর এবং মন্দির উপাসনালয় ও প্রতিমা ভাঙচুরের ২৪৭টি ঘটনা ঘটে।

৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে ও পরে ১৩টি জেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। বিশেষ করে যশোর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট জেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। ৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন যশোর জেলার অভয়নগর থানার চাপাতলা গ্রামের মালোপাড়ায় নির্বাচন চলাকালীন সময়ে ও নির্বাচনের পরে কয়েক দফা বোমাবাজি, মারধর, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে জামায়াত-শিবির ও বিএনপি'র একদল নেতা, কর্মী ও সমর্থক। এ সময়ে মালোপাড়ার অধিকাংশ লোকজন আত্মরক্ষার জন্য প্রাণ বাঁচাতে নদী সাতরে, নৌকায় ও ট্রলারে নদী পার হয়ে পার্শ্ববর্তী দেয়াপাড়ায় পূজা মন্ডপে আশ্রয় নেয়। হামলাকারীরা অন্তত ৩টি দোকানসহ ৩০টি ঘরে ভাংচুর ও লুটপাট করে এবং এর মধ্যে ৭টি ঘরে আগুন দিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এ হামলায় প্রায় ১৫ জন আহত হন। অন্যদিকে দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার কর্নাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্বাচনের দিন ভোট কেন্দ্রে সহিংস হামলা করে ২০-দলের কর্মী-সমর্থকরা। এ সময়ে হামলাকারীরা কর্নাই বাজারের দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ এবং ব্যাপক ভাংচুর লুটপাট করে। এ ঘটনায় কর্নাই বাজারে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৩২টি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হামলাকারীরা কর্ণাই বাজার সংলগ্ন ৫টি হিন্দু পাড়ার ৯১টি বাড়িঘরে হামলা ও ভাংচর করে। ওই একই দিন দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার ৯ নং সাতোর ইউনিয়নের লাট ডাবরা ও দোগড়াই খাটিয়াদিঘী গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের ৫টি বাড়িঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঠাকুরগাও জেলায় সদর উপজেলার গড়েয়া গোপালপুর ইউনিয়নের দেউনি বাজারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ২২টি দোকানে লুটপাট ও ভাংচুর করা হয়।

লালমনিরহাট সদর উপজেলার কুলাঘাট ইউনিয়নে নির্বাচনে ভোট প্রদানকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু পরিবারের এক গৃহবধূর শ্লীলতাহানি করে এবং তাঁর কিশোরী কন্যার সঙ্গে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের হুমকি দেয় কয়েকজন দুর্বৃত্ত। এ ঘটনায় সদর থানার পুলিশ মামলা না নিয়ে মীমাংসার উদ্যোগ নেয়। এ ঘটনায় তথ্যানুসন্ধান সাপেক্ষে আসক মহামান্য হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে। মামলাটি চলমান রয়েছে। এছাড়া ২৭ এপ্রিল কুমিল্লা জেলার হোমনা থানার বাগসিতারামপুর গ্রামে ফেসবুকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগ এনে দুবৃত্তরা হিন্দু সম্প্রদায়ের ৩২টি বাড়িঘর এবং একটি মন্দির ভাংচুর ও লুটপাট করে। অন্যদিকে ১৪ জুন ঢাকার

মিরপুরের কালশীতে কুর্মিটোলা বিহারী ক্যাম্পের বাসিন্দাদের সাথে পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের বিরোধ ও সংঘর্ষের জের ধরে বদ্ধঘরে আগুন দেওয়ার ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে সংখ্যালঘু বিহারী নারী-শিশুসহ একই পরিবারের ৯ জন নিহত হয়। এ ছাড়া পুলিশের ছোড়া শটগানের গুলিতে এক বিহারী যুবক মারা যান এবং পুলিশের টিয়ারগ্যাস ও লাঠিচার্জে প্রায় অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হন। এ ঘটনায় পল্লবী থানা-পুলিশের পক্ষ থেকে দায়েরকৃত দুটি মামলাসহ মোট ৬টি মামলা হয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত ঘটনায় পুলিশের গুলিতে নিহত আজাদকে তিনটি মামলার আসামী করা হয়েছে এবং পল্লবী থানায় দায়েরকৃত মামলায় বিহারীদেরকে নির্বিচারে গ্রেফতার করার অভিযোগও পাওয়া গেছে।

সীমান্ত হত্যা ও নির্যাতন

২০১৪ সালে ভারতের সীমান্তরক্ষী বিএসএফের গুলিতে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত খবর এবং আসক'র পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৪ সালে সীমান্তে হত্যা ও নির্যাতন সহ মোট ২৭৩টি ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন ১৬ জন, শারিরীক নির্যাতনে নিহত হয়েছেন ১৬ জন এবং সীমান্ত থেকে অপহরণের শিকার হয়েছেন ১১০ জন। সীমান্ত হত্যা ও নির্যাতনের বিষয়ে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে দফায় দফায় বৈঠক হলেও কোনো সমাধান হয়নি। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সীমান্ত হত্যা ও নির্যাতন নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হলেও এ ধরনের ঘটনা নিরসনের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারেনি।

নারী নির্যাতন

সাম্প্রতিক সময়ে দেশে নারী নির্যাতন আশংকাজনক হারে বেড়ে গেছে। প্রেম নিবেদনে ব্যর্থ হয়ে উত্যক্তকরণ, যৌতুকের জন্য অত্যাচার-নির্যাতন, মারধর, এসিড নিক্ষেপে, ধর্ষণ ও হত্যা, গৃহকর্মীর ওপর অমানুষিক নির্যাতন, নারী ও শিশু কন্যা পাচার, বাল্যবিবাহ এবং সালিশ-ফতোয়ার মতো ভয়াবহ নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে বছর জুড়ে। এ বছরে সরকারের পক্ষ থেকে মেয়েদের বিয়ের বয়স কমিয়ে ১৬ বছর করার প্রস্তাব নানাভাবে সমালোচিত হয়। শেষ পর্যন্ত সরকার সে বিবেচনা থেকে সরে এসেছে।

উত্যক্তকরণ; যৌন হয়রানি ও নির্যাতন : সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিকসহ নানা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও নানাভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন নারী। যৌন ব্যবসায় বাধ্য করা, জোরপূর্বক গর্ভধারণ বা গর্ভপাত, বাল্যবিবাহ, এমনকি খুনসহ অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যায় বাধ্য হচ্ছেন এ দেশের নারীরা। বিগত বছরগুলোর মত ২০১৪ সালেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন কর্মস্থলে যৌন নিপীড়ন ও বখাটেদের দ্বারা নারী উত্যক্তকরণের ঘটনা ঘটেছে। আসক তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট এর প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত থেকে জানা যায়, এ বছর উত্যক্তকরণ, যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন মোট ১৪৬ জন নারী। এর মধ্যে আত্মহত্যা করেছেন ১৪ জন, প্রতিবাদ করায় খুন হয়েছেন ৭ জন, বখাটে কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়েছেন ১১৫ নারী, আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন ২ জন এবং ৮ জন মেয়ের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়েছে।

৬ অক্টোবর টাঙ্গাইল থানার দক্ষিণ সোহাগপাড়া গ্রামে বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় মধ্যরাতে ঘরে আগুন দিয়ে হত্যা করা হয় মা-বোনসহ চারজনকে। ১৬ নভেম্বর মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার কাটাখালীতে উত্ত্যক্ত করার কারণে আত্মহত্যা করেন শারমিন সুলতানা নামে এক স্কুল ছাত্রী। এছাড়া প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয় শান্তা নামে আরেক কলেজ ছাত্রীকে। ১০ অক্টোবর ঢাকার ভাষাণটেকের গোলটেক এলাকায় নাসির হোসেন নামে এক যুবক তাঁর বোনকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় একদল দুবৃর্ত্ত তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করে।

ধর্ষণ: বিগত বছরগুলোর মতো এ বছরেও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ২০১৪ সালে ৭০৭ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হন। এর মধ্যে ধর্ষণ পরবর্তী সময়ে ৬৮ জনকে হত্যা করা হয় এবং ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেন ১৩ জন। ১০ মে টাঙ্গাইল জেলার সখীপুর উপজেলার রতনপুর গ্রামে গণধর্ষণের শিকার হয় একটি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী মেয়ে। ধর্ষণের শিকার মেয়েটিকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সালিশ ও ফতোয়া : ফতোয়ার নামে বিচার-বহির্ভূত শাস্তি প্রদান অসাংবিধানিক ও অপরাধমূলক কর্মকান্ড বলে হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিগত বছরের মতো ২০১৪ সালে ফতোয়া ও সালিশের মাধ্যমে নির্যাতিত হয়েছেন অনেক নারী। আসক তথ্য সংরক্ষণ ইউনিটের হিসাব অনুযায়ী ২০১৪ সালে সালিশ ও ফতোয়ার মাধ্যমে মোট ৩২ জন নারী নির্যাতনের শিকার হন; যার মধ্যে থানায় মাত্র ১০টি মামলা হয়। সালিশ ও ফতোয়ার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়েছেন ১৬জন, গ্রাম ছাড়া বা সমাজচ্যুত করা হয়েছে ১৪ জনকে এবং নির্যাতিত হওয়ার পর আত্মহত্যা করেছেন ৬ জন। ১২ মার্চ পিরোজপুরের নাজিরপুর থানাধীন বাকসী গ্রামে কিশোর-কিশোরী একসঙ্গে মেলা দেখতে যাওয়ার কারণে স্থানীয় এক মাওলানার নেতৃত্বে তাদেরকে মারধর করা হয়। এর পর পুলিশের সহায়তায় ওই কিশোর-কিশোরীকে আটকে রেখে অশ্লীল অবস্থায় তাদের ছবি মুঠোফোনে ধারন করার পর জোরপূর্বক তাদেরকে বিয়ে দেয়া হয়। এ ঘটনায় আসক এর পক্ষ থেকে তথ্যানুসন্ধানসহ হাইকোর্টে মামলা করা হয়। এর প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যসহ ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এসিড নিক্ষেপ, যৌতুক ও পারিবারিক নির্যাতন ও গৃহকর্মী নির্যাতন : ২০১৪ সালেও এসিড নিক্ষেপ, যৌতুক; পারিবারিক নির্যাতন ও গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনা কমেনি। এসিড নিক্ষেপের শিকার হন ৪৮ জন; যার মাত্র ১৩টি ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। অপরদিকে যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শিকার হন ২৯৬ জন নারী। পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হন ৪৮৮ জন; যার মধ্যে থানায় মামলা হয়েছে ২৬১টি। এছাড়াও ৬১ জন নারী গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার হন; যার মধ্যে ২৯টি ঘটনায় মামলা হয়েছে।

সাংবাদিক নির্যাতন

২০১৪ সালের বিভিন্ন সময়ে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে গণমাধ্যমকর্মীরা সরকার ও বিরোধীদলের রোষানলে পড়েন এবং হত্যা, নির্যাতন, মামলা ও গ্রেফতারসহ বিভিন্ন হয়রানির শিকার হন। এ বছরে জাতীয় সম্প্রচারনীতিমালা প্রণয়ন এবং সংশোধিত তথ্য যোগাযোগপ্রযুক্তি আইনে মামলা দায়েরের বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী ২০১৪ সালে ২ জন সাংবাদিক খুন হয়েছেন, পুলিশের নির্যাতনে মৃত্যু হয় একজনের এবং নিখোঁজ রয়েছেন একজন সাংবাদিক। এছাড়া এ বছরে ২৩৯ জন সংবাদকর্মী বিভিন্নভাবে বিভিন্নজনের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন। এর মধ্যে ২১ জন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্বারা, ৫৬ জন সন্ত্রাসী দ্বারা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৭৮ জন সাংবাদিক। উল্লেখ্য যে নির্যাতিত সাংবাদিকেরা কার্যকর সমর্থন অথবা সুরক্ষা পাননি।

৪ মার্চ রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানার ছয়তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে *অপরাধ দমন* নামে একটি পাক্ষিকের সাংবাদিক শাহ আলম মোল্লা ওরফে সাগর নিহত হন। নিহতের স্বজনেরা সাগরকে ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। ২৪ জুলাই রাকিব হোসেন নামে এক সাংবাদিককে মিরপুর থানা হেফাজতে ২৮ ঘন্টা আটকে রেখে পুলিশ তার ওপর অমানুষিক শারিরীক নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ১৯ আগস্ট পুলিশের এআইজি প্রলয় কুমার জোয়াদ্দারকে জড়িয়ে ইনকিলাবে সংবাদ প্রকাশের অভিযোগে পত্রিকাটির বার্তা সম্পাদক রবিউল্লাহ রনিকে তার পত্রিকা অফিস থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর রবিউল্লাহ রনির বিরুদ্ধে ওয়ারি থানায় দায়েরকৃত তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা দেওয়াসহ তাকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়ে পুলিশ তাঁর ওপর শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন চালায়। ২৮ আগস্ট কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে একুশে টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি অখিল পোদ্দারের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায় কুমারখালী থানার পুলিশ। এ ঘটনায় মাননীয় হাইকোর্ট অভিযুক্ত পুলিশের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে চিকিৎসকের দুর্ব্যবহারসহ মারধরের শিকার হয়েছেন অনেক সাংবাদিক। গত ১১ মে প্রথম আলো'র বিশেষ প্রতিনিধি শিশির মোড়ল জেড এ শিকদার উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে মারধরের শিকার হন। সংবাদ প্রকাশের জের ধরে মানহানির অভিযোগে তিনটি দৈনিক পত্রিকা *প্রথম আলো, কালের কণ্ঠ ও ডেইলি সান* এর বিরুদ্ধে মামলা করেন সরকারদলীয় সাংসদ কামাল আহমেদ মজুমদার।

শ্রমিক অধিকার

বিগত দু'বছরের ন্যায় এ বছরে পোশাক কারখানায় বড় ধরনের বিপর্যয় না ঘটলেও বেতন, বোনাস নিয়ে অসন্তোষ, অস্থিরতা লেগেই ছিল। বেতন বোনাস না দিয়ে মালিকপক্ষ অনেক কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। তাজরীন গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ডের মামলায় কারাবন্দি দেলোয়ার হোসেন তার মালিকানাধীন তোবা গ্রুপের ৫টি কারখানার শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেন ২০১৪ সালের মে মাসে। নানা নাটকীয়তার মাধ্যমে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি শ্রমিকদের বেতন না দিয়ে ১৮ আগস্ট বন্ধ ঘোষণা করেন করাখানাগুলো। কারখানার প্রায় ১৬০০ শ্রমিক অনশনসহ আন্দোলন ও পুলিশি নির্যাতনের পর বেতন পেলেও পাননি ওভারটাইম ও বোনাস। বিজিএমই ও সরকার এ বিষয়ে কোনো সুরাহা করতে পারেনি।

গত বছর রানা প্লাজা ট্রাজেডিতে ১১শ'র অধিক শ্রমিক নিহত হওয়ার পর তৈরি পোশাক শিল্পের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কাজ শুরু করেন তিনটি পরিদর্শন টিম। এ সকল টিমের সুপারিশের ভিত্তিতে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ কারখানাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। অন্যদিকে রানা প্লাজার ঘটনার মামলায় সিআইডি কয়েকবার চার্জশীট প্রদানের জন্য সময় বাড়িয়ে নিলেও এখন পর্যন্ত তা আদালতে প্রদান করেননি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আই.এল.ও) নেতৃত্বাধীন রানা প্লাজা কো-অর্ডিনেশন কমিটি বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় অর্থের মাধ্যমে রানা প্লাজার আহত-নিহত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেয়। এর ফলে এ সকল পরিবার কয়েকটি কিস্তিতে আর্থিক সহযোগিতা পাচ্ছেন। কিন্তু রানা প্লাজায় আহত-নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি অনিশ্চিত রয়ে গেছে। রানা প্লাজার নিখোঁজ শ্রমিকদের বিষয়ে সন্তোষজনক সুরাহা হয়নি। ডিএনএ টেষ্টের মাধ্যমে ৩২২টি মৃত দেহের মধ্যে ২০৬টি মৃতদেহ শনাক্ত করা গেলেও ১০৫টি মৃতদেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও জাহাজভাঙ্গা শিল্পে কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে। এসব দুর্ঘটনায় অন্তত ৬ জনের মৃত্যুসহ আহত হন অনেকে শ্রমিক। জাহাজভাঙ্গার কাজকে ঝুঁকিমুক্ত রাখার সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ৩ এপ্রিল চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে আরেফিন এন্টারপ্রাইজ নামের ইয়ার্ডে জাহাজ কাটার সময় বিস্ফোরণের পর বিষক্রিয়ায় ৪ জনের মৃত্যু হয়।

শিশু অধিকার

২০১৪ সালেও ঘটেছে শিশু অধিকার লংঘনের অনেক ঘটনা; বিশেষ করে রাজনৈতিক সহিংসতাসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে শিশুদের ব্যবহার এবং জোরপূর্বক বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করাসহ নির্যাতনের অনেক ঘটনা এ বছরের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে মানবাধিকার সংগঠনগুলো শিশু অধিকার রক্ষায় ন্যায়পাল নিয়োগের দাবি করলেও এখন পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায় নি।

অভিবাসী শ্রমিক ও মানব পাচার

২০১৪ সালে অভিবাসী শ্রমিকের ওপর নির্যাতন, আটক ও নিহতের অনেক ঘটনা গণমাধ্যম সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি। অবৈধ অভিবাসন প্রক্রিয়ায় যোগ হয়েছে মানব পাচার ও সমুদ্রপথে মৃত্যুর মতো ঘটনা। এ বছরের ২১ জানুয়ারি একদিনেই মালয়েশিয়ায় আটক

করা হয় ৪৫১ জন বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিক। আগস্ট মাসে লিবিয়ায় সরকারের সাথে বিদ্রোহীদের সংঘর্ষের সময় ৫ জন বাংলাদেশী শ্রমিক নিহত হন। অক্টোবর মাসে দু'দফায় থাইল্যান্ডের গহীন জঙ্গল থেকে বন্দি অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ১২২ জন বাংলাদেশীকে। এ জঙ্গলে তাদের 'দাস' হিসেবে বেচাকেনা করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে ১৭ নভেম্বর মালয়েশিয়ায় পাচারকালীন সময়ে সেন্টমার্টিন উপকূল থেকে নারী-শিশুসহ ৫৯৫ জনকে আটক করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এছাড়া সমুদ্রপথে কক্সবাজার থেকে ট্রলারে করে অবৈধভাবে থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া যাওয়ার পথে অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন। এ সমস্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরে থাকা সত্ত্বেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে তারা ব্যর্থ হয়েছেন।

আদিবাসীদের অধিকার

আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি মেলে নি এখনও। ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি এবং পার্বত্য ভূমি কমিশনের কার্যক্রমও কার্যত থেমে আছে। বাঙালি সেটেলার কর্তৃক পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসীদের বাড়িঘরে হামলা, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, হয়রানি, ভূমি দখল ও উচ্ছেদসহ আদিবাসী নারী নির্যাতনের অনেক অভিযোগ পাওয়া গেছে। পাশাপাশি সেখানে দায়িত্বরত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ অন্যান্য সরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পার্বত্যাঞ্চলের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে সিএইচটি কমিশনের কো-চেয়ারপার্সন সুলতানা কামালের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের পার্বত্য তিন জেলা সফরকালীন সময়ে ৫ জুলাই রাঙ্গামাটিতে একদল দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এবং ইটপাটকেল ছুঁড়ে পুলিশের উপস্থিতিতে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এ ঘটনায় প্রতিনিধিদলের ২ জন আহত হন।

গত ১০ জুন খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলাধীন বাবুছড়া এলাকায় বিজিবি ৫১ ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিরোধের প্রেক্ষিতে ২১টি আদিবাসী পরিবারকে উচ্ছেদের ঘটনা ঘটে। আকস্মিকভাবে বিজিবি ও পুলিশ সদস্যরা তাদের ওপর হামলা করে। হামলাকারীরা আদিবাসী নারীদেরকে মারধর করে এবং গুলি ও টিয়ারসেল নিক্ষেপসহ তাদেরকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে বলে আদিবাসীরা অভিযোগ করেন। অন্যদিকে রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়াচর উপজেলায় বাঙালিদের আনারস বাগানের সাড়ে ৪ লক্ষ চারাগাছ কেটে দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৬ ডিসেম্বর সকালে দুর্বৃত্তরা আদিবাসীদের ৩টি গ্রামে ৫০টি বসতবাড়ি ও ৭টি দোকানে অগ্নিসংযোগ করে। এছাড়া সমতলের আদিবাসীদের ওপর নির্যাতনসহ হত্যার ঘটনাও ঘটেছে। এ বছরে ভূমির জন্য হত্যা করা হয় দিনাজপুরের আদিবাসী টুডু সরেনকে। উল্লেখ্য একই কারণে টুডু সরেনের বাবা ও ভাই হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন। চাপাইনবাবগঞ্জের বিচিত্রা তির্কী ও নওগাঁর বুলু পাহান নামের দুই আদিবাসী নারীকে নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে শ্লীলতাহানির পর আত্মহত্যা করেন বুলু পাহান।

চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি ও অবহেলা

এ বছরে দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবহেলা ও ত্রুটির কারণে রোগী মৃত্যুর অনেক অভিযোগ পাওয়া গেছে। চিকিৎসক এবং চিকিৎসা সংশ্লিস্টদের অবহেলার জন্য রোগীরা যথাযথ সেবা পাচ্ছেন না বলেও অভিযোগ রয়েছে। উদহারণ হিসেবে বলা যায়– গত ১৪ অক্টোবর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা না পেয়ে হাসপাতাল ভবনের ৯ তলা থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেন নুরুন্নবি নামে এক রোগী। ২ ডিসেম্বর অসুস্থ এক নারীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৪ ডিসেম্বর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করলে লাশ মর্গে নেওয়ার জন্য ট্রলিতে ওঠানোর সময় সংশ্লিস্টরা তাঁকে জীবিত দেখতে পান। জয়পুরহাট সদর হাসপাতালে একটি নবজাতক শিশুর কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে চিকিৎসকরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। শোকাচ্ছন্ন পরিবারের সদস্যরা শিশুটিকে দাফনের জন্য বাড়িতে নিয়ে আসার পর শিশুটি হঠাৎ কেঁদে ওঠে।

এছাড়া বিগত বছরগুলোর মত এ বছরেও সড়ক, রেল ও নৌপথে দুর্ঘটনায় ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। গত ৪ আগষ্ট পদ্মা নদীতে পিনাক-৬ নামে একটি লঞ্চডুবির ঘটনায় ১১টি শিশুসহ ৪৭ জন যাত্রীর লাশ উদ্ধারের পর হঠাৎ করে ৬১ জন যাত্রী নিখোঁজ থাকা অবস্থায় উদ্ধার কাজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ৯ ডিসেম্বর সুন্দরবনের মধ্যে শ্যালা নদীতে ডুবে যাওয়া ট্যাংকার থেকে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ লিটার 'ফার্নেস অয়েল' ছড়িয়ে পড়ে সুন্দরবন এলাকার নদী-খালসহ ৭০ কি.মি. এলাকায়। এতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুন্দরবন এবং দীর্ঘস্থায়ী বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে সুন্দরবনের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য। বছরের শেষদিকে ২৬ ডিসেম্বর ঢাকার শাহজাহানপুরে ওয়াসার পরিত্যক্ত একটি গভীর নলকুপে পড়ে চার বছরের শিশু জিহাদের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা দেশজুড়ে আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে। উদ্ধার কাজের শেষ পর্যায়ে 'ওয়াসার পাইপ লাইনে মানবদেহের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি'- এমন বক্তব্যের পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ঘটনাটিকে গুজব বলে উল্লেখ করেন। এর পর পুলিশ শিশুটির বাবা এবং প্রতিবেশী আরও ৪টি শিশুকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে অমানবিকতা ও নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে। উল্লেখ্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্ধারকর্মীরা ব্যর্থ হলেও স্বেচ্ছাসেবী উদ্ধারকর্মীরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে শিশু জিহাদের মৃতদেহ উদ্ধার করতে সমর্থ হন।

দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে আমরা সরকারের আরো কার্যকর ভূমিকা প্রত্যাশা করি। প্রত্যাশিত মানবাধিকারের একটি সর্বজনগ্রাহ্য মান বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করা; নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ এর যথাযথ প্রয়োগ এবং গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্'-এর অনুসরণ। নারী নির্যাতন এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-নির্যাতন বন্ধে রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐকমত্যে পৌছানোসহ সহিংসতা ও সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি বন্ধ করাও এই মুহূর্তে আবশ্যক বলে আমরা মনে করি।